দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ড্রপ আউট বা ঝরিয়া পড়ার হার যে কোনো মূল্যে রোধ করা জরুরি

নির্বাচিত নতুন সরকারের শুভযাত্রা শুরুর লগ্ন হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা সর্বোচ্চ মনোযোগ দাবি করিবে। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে প্রকৃত ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়াছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিক্ষার মান উন্নয়নেও নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু দেশের শিক্ষা খাতে যে পাহাড়সম সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা বিরাজ করিতেছে, তাহা সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া দূর করিতে না পারিলে প্রতিশ্রুতি অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত হইবে। সরকারকে শুরু করিতে হইবে একদম গোড়া হইতে।

প্রতিবছর ২২ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার স্তর সমাপ্ত হইবার আগেই ঝরিয়া পড়ে। শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো সম্ভব হয় না নানাবিধ কারণে। ইহার মধ্যে দেশের ১৯ হাজার গ্রামে কোনো বিদ্যালয় না থাকাটাও একটি বড় সমস্যা। প্রতিবন্ধীসহ পিছাইয়া থাকা জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে নাই। এসব কারণে প্রতিবছর নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মানব উন্নয়ন সূচক এবং গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯-এ বলা হয়, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৫২ শতাংশ। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী যখন নিরক্ষর, তখন প্রাথমিক স্তরে ঝরিয়া পড়ার হার রোধ করিতে না পারিলে জাতি নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে না। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির অন্যান্য উদ্যোগ-পরিকল্পনা তেমন সুফল বহিয়া আনিবে না। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়ার হার রোধ করিতে হইবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নাই। আমাদের সংবিধানে যেহেতু সকলের জন্য শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে, সেহেতু সার্বজনীন শিক্ষা নহে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাই হওয়া উচিত সরকারের মূল লক্ষ্য। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, জনসচেতনতা এবং জীবনমান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়াছে, অবৈতনিক ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানসহ মেধাভিত্তিক উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইসব পদক্ষেপের পরও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়ার কারণগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত হওয়া দরকার। পারিবারিক দারিদ্র্য ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব অবশ্যই অন্যতম একটি কারণ। কিন্তু ইহাছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না থাকা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়া রোধ করা সম্ভব হইতেছে না। একটি তথ্যসূত্র মতে, দেশের শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা পায় না। যোগ্য শিক্ষকের অভাব ইহার প্রধান কারণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়া শিক্ষা বহির্ভূত কাজ করানো, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষকের নিম্ন বেতন – সব মিলাইয়া প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চলিতেছে এক ধরনের নৈরাজ্য। পরিস্থিতি উন্নয়নের সরকারি পরিকল্পনা ও নজরদারি ব্যবস্থা কোনোটাই যথেষ্ট নহে।

বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া শিক্ষা খাতে ব্যাপক সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছে। শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়া বা ড্রপ-আউটকে নতুন সরকারের ইশতেহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদায়ী শিক্ষা উপদেষ্টা। সরকারের সদিচ্ছা ও সঠিক পরিকল্পনা থাকিলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দেশে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অভিশাপ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কাজেই গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক করিতে হইবে। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক হইলে শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়ার হার কমিয়া আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রাথমিক স্তর হইতে শুরু করিয়া উচ্চ স্তর অবধি বহু সমস্যাভারে বেহাল শিক্ষা খাতে কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা ও সুবাতাস ফিরিয়া আসুক, আমরা ইহাই প্রত্যাশা করি।